ঝিনাইদহে বাড়ছে চুরি-ডাকাতি, জনমনে আতঙ্ক

ঝিনাইদহে প্রতিনিয়ত ঘটছে চুরি-ডাকাতির ঘটনা। প্রায়ই শোনা যাচ্ছে বাসাবাড়ি, অফিস কিংবা দোকানে চুরি করে মালামাল নিয়ে যাচ্ছে চোরচক্র। এছাড়াও সন্ধ্যার পর শহর ও গ্রামের বিভিন্ন সড়কে ছিনতাইয়ের মত ঘটনা ঘটেই চলেছে। সর্বশেষ গত রবিবার রাতে শহরের ক্যাসেল ব্রীজ এলাকার ৫টি দোকানের সাটার কেটে নগদ টাকা ও মালামাল চুরি করে নিয়ে যায় চোরচক্র।

একই রাতে সদর উপজেলার হাটগোপালপুর বাজারের ২৬টি দোকানে চুরি হয়। এর আগে গেল শুক্রবার কালীগঞ্জ উপজেলার তেতুলবাড়িয়া গ্রামের আবু সায়েম ও সাতগাছি গ্রামের খায়রুজ্জামানের ৬টি গরু চুরি করে নিয়ে যায় চোরচক্র।

এসব ঘটনায় থানা পুলিশ তেমন কিছুই জানেন না। এদিকে, পুলিশের হিসেবে গত দেড়মাসে ঝিনাইদহের ৬ থানায় মাত্র ২০ টি চুরির মামলা হয়েছে। তবে সূত্রের দাবি, সব চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা থানা- পুলিশ পর্যন্ত পৌঁছায় না। ঝামেলা বাড়ার আশংকা থেকে অনেকে পুলিশকে জানাতে চায় না। তবে ফেসবুক কিংবা পরিচিতজনের কাছে চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের কথা জানান। পুলিশকে না জানানোয় থানায় এর সুনির্দিষ্ট রেকর্ড থাকে না। এ কারণে পুলিশের খাতায় যে হিসেব রয়েছে এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশি চুরি-ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে।

এমন পরিস্থিতিতে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধে রয়েছে জেলার ৬ উপজেলার ব্যবসায়ি ও বাসাবাড়ির মালিকেরা। জানা গেছে, জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের দিকে শৈলকুপার ফুলহরি গ্রামের বিপ্লব সাহা ও গৌতম সাহার বাড়ি থেকে অস্ত্রের মুখে নগদ টাকা ও বিপুল পরিমাণ সোনা নিয়ে যায় ডাকাতদল। এর আগে কোটচাঁদপুরের ঘাঘা গ্রামে বোম বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সুবল প্রামাণিকের বাড়িতে ডাকাতি করা হয়।

এর কয়েকদিন আগে শৈলকুপার শেখপাড়া বাজার থেকে বিকাশ জোর্য়াদ্দারের মুদি দোকানের সাটার কেটে নগদ টাকা ও মালামাল চুরি করে নিয়ে যায় চোরচক্র। একই দিন নাগিরাট গ্রাম থেকে রবিউল ইসলাম নামের এক ভ্যানচালকের বাড়ি থেকে ভ্যান চুরি করে নিয়ে যায়।

গত ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে মহেশপুরের একটি সড়কে গাছ ফেলে বাস ডাকাতির ঘটনাও ঘটেছে। ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত। গত ২ অক্টোবর শৈলকুপার কৌপাড়া এলাকা থেকে এক ব্যবসায়িকে কুপিয়ে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা ও ৩টি মোবাইল ছিনিয়ে নেয় দুর্বৃত্তরা। এর আগে রয়েড়া বাজারের গার্মেন্টস ব্যবসায়ি আক্কাস আলীর মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। সদরের গোয়ালপাড়া এলাকা থেকে আজির আলীর ইজিবাইক ছিনিয়ে নেয় দুর্র্বৃত্তরা। এ ভাবে সারা জেলায় চোর-ডাকাত ও ছিনতাইকারীর উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষ। সংসারে অভাব অনটন ও আর্থিক মন্দার মধ্যে জেলাব্যাপী এই চুরি, ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে মানুষ। পুলিশ মাঝে মাঝে চুরি ডাকাতের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করলেও পরিস্থিতি স্বভাবিক হওয়ার লক্ষণ নেই।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন বলনে, গত কয়েক মাসে জেলাজুড়ে চুরি-ছিনতাই ও ডাকাতির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্ধেগ ছড়াচ্ছে। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও এদিকেও তাদের নজর দেওয়া জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইমরান জাকারিয়া কালের কণ্ঠকে বলেন, চোর-ডাকাতের উপদ্রব রুখতে পুলিশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। চুরির ঘটনায় ইতিমধ্যে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।

ছয় লাখ টাকা সুদ দিয়েও পরিশোধ হয়নি পঞ্চাশ হাজার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বড়বাড়ি গ্রামের মোশারেফ মন্ডলের ছেলে শিমুল মন্ডল সুদে টাকা নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। ছয় লাখ টাকা সুদে কারবারী ইসরাইলকে দিলেও মুক্তি মেলেনি আজো। অথচ তার কাছ থেকে সুদ নেয়া ছিলো মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা। আবারও টাকা দাবি করে মামলা করেছেন আদালতে।

জানা যায়, সদর উপজেলার মধুহাটি ইউনিয়নের বড়বাড়ি গ্রামের আমজেদ আলী মন্ডলের ছেলে ইসরাইলের কাছ থেকে চাষাবাদের জন্য বিগত ২০২০

সালের ১৫ এপ্রিল ৫০ হাজার টাকা সুদ হিসেবে নেন শিমুল মন্ডল। কিন্তু সেই টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে হারিয়েছেন স্বর্বস্ব। প্রতিমাসে সাড়ে ১২ হাজার টাকা মৌখিক চুক্তি থাকলেও আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে নিয়মিত তা পরিশোধ করতে পারেননি শিমুল। এরপর সুদে কারবারি মিমাংশা জন্য চাপ দিতে থাকে শিমুল মন্ডলকে। পরে ৪ লাখ ৩০ হাজার টাকা দাবি করে সুদে কারবারি ইসরাইল। উপায়ন্ত না পেয়ে বসতভিটা বিক্রি করে সুদে কারবারীর হাতে ৩ লাখ ১৪ হাজার টাকা তুলে দেন শিমুল। পরবর্তিতে আরও ১ লাখ ২০ হাজার টাকা দাবি করেন সুদে কারবারি। সেই দাবী পূরণ না হওয়ায় ভূয়া স্ট্যাম্পে ইসরাইলের মা ওজলা খাতুনকে বাদি করে ৫ লাখ টাকা কর্জ দিয়েছেন দাবি করে ঝিনাইদহ আদালতে মামলা করেছে সুদে কারবারি। সেই মামলায় সাক্ষী হিসেবে নাম দেওয়া হয়েছে সুদে কারবারি ইসরাইল, তার বাবা, স্ত্রীকে।

ভ’ক্তভোগী শিমুল মন্ডলের পিতা মোশারেফ মন্ডল জানান, ‘৫০ হাজার টাকা নিয়ে এ পর্যন্ত ৬ লাখ টাকার উপরে সুদে কারবারি ইসরাইলকে দিয়েছি। বসতভিটা বিক্রি করে টাকা দিয়েও মুক্তি মেলেনি। জমিজমা টাকা পয়সা হারিয়ে একেবারে পথে বসে গেছি।
আমার নিকটতম পতিবেশি ইলাজ মিয়াকে দিয়ে সুদে কারবারি ইসরাইল আমার ও আমার পরিবারকে শারীরিক, মানষিক নির্যাতন সহ সামাজিকভাবে হেয় পতিপন্ন করছে। এমনকি বিগত ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর আমার ছেলে রিপুল মন্ডলের উপর হামলা করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর মিথ্যা গল্প সাজিয়ে ইলাজ মিয়া আমাদের নামে ঝিনাইদহ সদর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে আমাকে এবং আমার ছোট ভাই বাবলুকে থানায় মিমাংশার কথা বলে আটক করার পরদিন আদালতে চালান করে এবং আমার ছেলে শিমুলকেও আটক করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। এতকিছুর পরও বিভিন্ন ভাবে আমার ও আমার পরিবারকে প্রাণনাশের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমরা সুদে কারবারি ইসরাইলের হাত থেকে মুক্তি চাই।

এবিষয়ে সুদে কারবারি ইসরাইল জানান, আমি ৫০ হাজার টাকা দিয়নি এ পর্যন্ত ৬ লাখ টাকার উপরে সুদে টাকা নিয়নি বলে অস্বিকার করেন। এছাড়াও আমার বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ মিথ্যা। শিমুল মন্ডলের সাথে আমার কোনদিন কোন লেনদেন হয়নি। অন্যদিকে আদালতে মামলা করার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি জানান, আমি আদালতে মামলা করেছি। সত্য মিথ্যা সব প্রমাণ হয়ে যাবে আদালতেই।

ঝিনাইদহে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

শীতে কাপছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ। তীব্র এই শীতে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষকে একটু উষ্ণতা দিতে ঝিনাইদহে ৫’শতাধিক কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার রাতে এ কম্বল বিতরণের আয়োজন করে ঝিনাইদহ পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি। সোমবার রাতে স্বেচ্ছাসেবক দলের অন্যতম নেতা আজিজুল ইসলাম লিটনের সৌজন্যে শহরের হামদহ ট্যাংকিপাড়ায় এ কম্বল বিতরণ করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কম্বল বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

অনুষ্ঠান সার্বিক পরিচালনা করেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপ্পু। সেসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি এনামুল কবির মুকুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম শাহজাহান আলী, আসিফ ইকবাল মাখন, কোষাধ্যক্ষ জুলফিকার হোসেন, সহ-দপ্তর সম্পাদক সাকিব আহমেদ বাপ্পি, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান শেখর, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি রুহুল আমিন পিকুলসহ অন্যান্যরা।

এসময় শহরের ৪ নং ওয়ার্ড এর ৫’শাতধিক অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। শীতে কম্বল পেয়ে অসহায় হতদরিদ্র মানুষেরা সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। পরে প্রধান অতিথি জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদের হজ¦ পালনের জন্য দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে নৈশ ভোজের আয়োজন করা হয়।

চিকিৎসক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা

ঝিনাইদহ জেলার অন্যতম প্রধান সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতাল। চিকিৎসক ও শয্যা সংকট, চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত ওষুধ সুবিধা না পাওয়া, দালালদের দৌরাত্ম, পরীক্ষা নীরিক্ষার অপ্রতুল ব্যবস্থাসহ নানা সংকটে ব্যাহত হচ্ছে হাসপাতালের স্বাস্থ্যসেবা।

২৫০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত হলেও উপায়ন্তর না পেয়ে ১০০ শয্যার জনবল দিয়ে চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আবার এই জনবলের বেশিরভাগ পদ শূন্য। ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে রোগীরা।

সরেজমিন হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গেলে এ রকম অসংখ্য অভিযোগ করেন সেবা নিতে আসা একাধিক রোগী ও তাদের স্বজনরা। সরেজমিনে গিয়ে চিকিৎসক ও জনবল সংকটের সত্যতা পাওয়া যায়। ২৫০ শয্যার এ হাসপাতালটিতে ধারণ ক্ষমতার প্রায় চারগুন রোগী ভর্তি হওয়ার কারণে রোগীদের ঠাঁই নিতে হয়েছে মেঝেতে ও বারান্দায়। ডায়রিয়া, পেটব্যাথা, জ্বর, শ্বাসকষ্ট, মারামারি, গর্ভকালীন জটিলতা, প্রচন্ড শীতে ঠান্ডা, কাশিসহ নানান রোগে আক্রান্ত রোগীদের চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসক ও নার্সদের। হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সারাদিনে মাত্র একবার চিকিৎসকের দেখা মেলে। দুপুর ২টার পর হাসপাতালে কোনো রোগী ভর্তি হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ছাড়া পরের দিন সকালে ডাক্তার ভিজিটের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ওয়ার্ডে কোনও চিকিৎসকের দেখা মেলে না। এমনকি কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিলেও তার রিপোর্ট দেখাতে হলে রোগীকে ভর্তির পর ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।

অন্যদিকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের জন্য স্বল্প মূল্যে সরকারিভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও জনবল সংকটের কারণে দুপুর ১টার পর থেকে হাসপাতালে আর কোনো পরীক্ষা করানো যায় না। তাই বাধ্য হয়েই দুই থেকে তিনগুণ বেশি টাকা খরচ

করে বেসরকারি ক্লিনিকে গিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় রোগীদের। ওয়ার্ডের শয্যা সংকট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শৌচাগার নিয়েও ক্ষোভ জানিয়েছেন রোগীরা।

রোগীর স্বজনদের ভাষ্যমতে, গুরুত্বপূর্ণ দামি কোন ইনজেকশন, ওষুধ, লিলেন সামগ্রী, ও গজ, ব্যান্ডেজ রোগীদের দেওয়া হয়না। কম দামের দুয়েকটা ওষুধ ছাড়া বাকী সব ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয়। এদিকে বাড়তি ভোগান্তিতে যোগ হয়েছে চিকিৎসকের কক্ষের সামনে বিক্রয় প্রতিনিধিদের জটলা। তবে এ দৃশ্য কেবল সদর হাসপাতালেই নয় শহরের সকল প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারেও লেগে থাকে এসব বিক্রয় প্রতিনিধিদের ভীড়। রোগীর স্বজনদের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত ও শুক্রবার ছুটির দিনের অজুহাতে চিকিৎসকরা ঠিকমতো ভিজিট করেন না। প্রতি রাতে কয়েকজন চিকিৎসক দায়িত্ব পালন করলেও সব ওয়ার্ডে তারা যাননা।

আবার কেউ কেউ করলেও দায়সারাভাবে রোগী দেখেন। তাই রাতে রোগীদের ভরসা হিসেবে থাকেন ওয়ার্ডবয় ও নার্সরা। কোন সমস্যা হলেই নার্সদের দৌঁড়ঝাপ শুরু হয়। অপরদিকে জরুরি বিভাগে একজন চিকিৎসক থাকলেও তিনি হিমশিম খান রোগী সামলাতে।

সদর হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা মাসুম, অপু, মেহেদী হাসান বলেন, হাসপাতালে প্রথমে এসে টিকিট কাটতে হয়। টিকিট কাটতে হলে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়। এরপর চিকিৎসকের কক্ষের সামনে অপেক্ষায় থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘন্টা। অন্য চিকিৎসকের কাছে রেফার্ড করলে সেখানেও লাইন ধরে অপেক্ষায় থাকতে হয়। আবার রোগ নির্ণয়ে টেষ্ট করাতে হলে সেখানেও টাকা জমা দেয়ার লাইনে থাকতে হয় কয়েক ঘণ্টা। টেস্ট স্যাম্পলও দিতে হয় দীর্ঘ সময় লাইনে অপেক্ষায় থেকে।

চিকিৎসা নিতে আসা আরাপপুরের রবিন বলেন, এই হাসপাতালে দুর্ভোগের কোনো শেষ নেই। জরুরি বিভাগে ডিপ্লোমা করা ইন্টার্নদের দিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। একটু জটিল রোগী হলেই রেফার করা হয় ঢাকা কিংবা ফরিদপুরে।

হাসপাতাল অপরিচ্ছন্ন উল্লেখ করে গোলাম সরোয়ার বলেন, ‘হাসপাতালের শৌচাগারে যাওয়া যায় না, একেবারে অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধময়।

তবে হাসপাতালের চিকিৎসকরা বলছেন, জনবল ও শয্যা সংকটের কারণে

সমস্যার সৃষ্টি হলেও তারা রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সাধ্যমতো কাজ করছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্যমতে, ২৫০ শয্যার হাসপাতালটিতে ৬৪ জন চিকিৎসকের পদের বিপরীতে বর্তমানে কর্মরত আছেন মাত্র ৪১জন। এছাড়া সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে ১৩টি, মিডওয়াইফ পদে ৬টি, স্টাফ নার্স পদে ২টি এবং অকুপেশনাল থেরাপিস্ট পদে একটিসহ মোট ৭৭টি শূন্যপদ রয়েছে। সূত্রমতে, প্রতিদিন ইনডারে ৩০০ থেকে ৪০০ রোগীকে সেবা দিতে হয়। এ ছাড়া আউটডোরে প্রতিদিন ৭০০-৮০০ রোগী চিকিৎসা নেন।

এদিকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে কাগজে কলমে হেলথ এডুকেটর আলমগীর হোসেন, ডা. মোঃ ওহিদুজ্জামান, জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী), ডা. মো: আব্দুল কাদের, জুনিয়র কনসালটেন্ট কার্ডিওলজি, আইএমও ডা. মো: এ কে এম সুয়াজেত হোসেনের পদায়ন হলেও মূলত তারা যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালে সংযুক্ত আছেন। যে কারণে রোগীদের চিকিৎসা সেবার সংকট আরও বেড়েছে। ফলে ওই দুইটি বিভাগের রোগীরা সব থেকে বেশি বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা থেকে। তবে জনবল সংকটের কথা স্বীকার করে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদের চিকিৎসক এবং জনবল নির্দিষ্ট পদের থেকে কম। আমরা বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। জনবল সংকটের কারণে চিকিৎসাসেবা দিতে যদিও হিমশিম খেতে হচ্ছে। তারপরও সাধ্যমতো সেবা দিতে চেষ্টা করছি। তিনি আরও বলেন, নতুন দায়িত্ব নিয়ে হাসপাতালটিকে সেবামুখী করার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য আলাদা জায়গা নির্ধারণ, দালালমুক্ত, খাবারের মানোন্নয়ন, হাসপাতাল প্রাঙ্গন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধনে কাজ করে যাচ্ছি।

কোটচাঁদপুরে জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী পালিত

কোটচাঁদপুরে মহান স্বাধীনতার ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা আধুনিক বাংলাদেশের স্থপতি সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর

রহমারে ৮৯ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে স্থানীয় দলীয় কার্যালয়ে দিবসটি পালন করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আবু বক্কর বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা একরামুল হক, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি মিজানুর রহমান খোকন, সাবেক কমিশনার শারাফত হোসেন পুটকে, পৌর যুব দলের সদস্য সচিব সেলিম রেজা মধু ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব শাহানুর রহমান সাহান।

পরে ৮৯ তম জন্মবার্ষিকীর কেক কাটেন দলীয় নেতা- কর্মীরা। এরপর দোয়া অনুষ্ঠান করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক বাঁধন রাজবীর (নিশু)।

ঝিনাইদহে শ্রমিক ইউনিয়নের অর্থ প্রদান

ঝিনাইদহে জেলা ট্রাক-ট্রাক্টর, কভার্ড ভ্যান ট্যাংকলরী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে মৃত সদস্যদের পরিবারেরমাঝে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে। সোমবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যালয়েএই অনুদানের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

জেলা ট্রাক-ট্রাক্টর,কভার্ড ভ্যান ট্যাংকলরি শ্রমিকইউনিয়নের সভাপতি মো. মাসুদ রানার সভাপতিত্বে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এমজিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের মৃত সদস্যদের পরিবারের সদস্যদের হাতে অনুদানের নগদ অর্থ তুলে দেন।

ওয়ালিয়ার রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামানমনা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মজিদ বিশ্বাস, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক

সাজেদুররহমান পপ্পু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামাল আজাদ পান্নু, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক চেয়ারম্যান আলমঙ্গীর হোসেন আলম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদকমাহমুদুর রহমান শেখর প্রমুখ।

এ সময় ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়নের ১১জন মৃত সদস্যের পরিবারের মাঝে নগদ ৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা ও দুইজন অবসর প্রাপ্ত সদস্যকে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

ঝিনাইদহে বিএনপি ও আ.লীগ কর্মীদের সংঘর্ষে আহত ৩

ঝিনাইদহে ওয়াজ মাহফিলের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছে। এ সময় বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়।

সোমবার সকালে সদর উপজেলার সোনাইখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন বিএনপির কর্মী রজব আলী মণ্ডল, কুদ্দুস মণ্ডল ও কামিরুল মণ্ডল। তারা জেলা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

জানা যায়, নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রামবাসীর উদ্যোগে ওয়াজ মাহফিল আয়েজনের প্রস্তুতি চলছে কয়েকদিন ধরে। এই ওয়াজ মাহফিলের সভাপতি হওয়ার জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা মিন্টু খাঁ চেষ্টা করে। এতে স্থানীয় বিএনপির নেতার্মীরা হস্তক্ষেপ করে। তারা মসজিদেও ইমামকে সভাপিত বানাতে চায়। এরই জেরে সোমবার সকালে উভয়পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় ওয়ার্ড বিএনপি নেতা আব্দুর রশিদ জানান, সোমবার সকালে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোর্য়াদ্দার ও ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁর নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী সোনাইখালী গ্রামের বিএনপি কর্মী রজব আলী মণ্ডলসহ তিনজনকে কুপিয়ে জখম করে। সেসময় তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর ও লুটপাট করে নিয়ে যায়। অভিযোগের

বিষয়ে জানতে সুরাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কবির হোসেন জোয়াদ্দারের মোবাইলে কল করলে সেটি বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে ইউপি সদস্য মিন্টু খাঁ দাবি করেন , আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন , ওই গ্রামে হামলার ঘটনা শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

---

# ঝিনাইদহে প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

“মাদককে না বলি , মাদক মুক্ত সমাজ গড়ি ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহ প্রিমিয়ার লিগ সিজন -৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৫ এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২০ জানুয়ারি ) সকাল সাড়ে ১১ টাই রেভু ্যলেশন স্পোর্টিং ক্লাব এর উদ্যোগে ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ড সংলগ্ন মাঠে এ খেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে খেলার শুভ উদ্বোধন করেন উপ-প্রধান সম্পাস্মরণ কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল মোত্তাবিল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন , আইপি জেলা ক্রিয়া অফিসার মোঃ মিজানুর রহমান , জেলা ক্রিকেটার দলের সাবেক অধিনায়ক হাসান শরীফ সবার। সভাপতিত্ব করেন রেভু ্যলেশন স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির তুহিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন রেভু ্যলেশন স্পোর্টিং ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার আরিফ মুহাম্মদ।

আয়োজক সূত্রে জানায় উক্ত খেলায় ২৪টি দল অংশগ্রহণ করবেন। উদ্বোধনী শহীদ জিয়া স্পোর্টিং ক্লাব ও ক্ষ্যাপা লক্ষ্মীপুর মাগুরায় স্পোর্টিং ক্লাব উদ্বোধনী ম্যাচে খেলেন।

ঝিনাইদহে আধিপত্য নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৫

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুরসন্দি ইউনিয়নের সোনাতনপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় অন্তত আহত হয়েছে ৫ জন।

সোমবার (২০ জানুয়ারি) সকালে সদর উপজেলার সোনাতনপুর গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। সেসময় ভাংচুর করা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাড়ি-ঘর।

স্থানীয়রা জানায়, এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সোনাতনপুর গ্রামের ফুয়াদ বিশ্বাস ও রানা মেম্বরের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলে আসছিলো। এনিয়ে গত শনিবার উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরই জের ধরে সোমবার সকালে ফুয়াদ বিশ্বাসের লোকজন রানা মেম্বরের সমর্থকদের উপর হামলা করে। এতে রানা মেম্বরের ০৫ জন সমর্থক আহত হয়। সেসময় ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি বাড়ি-ঘর।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনার পর এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। এলাকায় বর্তমানে উত্তেজনা বিরাজ করছে। আবারও সংঘর্ষের আশংকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে মৎস্যজীবীদের বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ

বাঁওড়ের ইজারা বাতিল করে জেলেদের স্বার্থে জলমহাল নীতিমালা প্রণয়নসহ ৪ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি পেশ

করা হয়েছে।

রোববার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বাংলাদেশ বাঁওড় মৎস্যজীবী আন্দোলনের ব্যানারে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের নেতা বাসুদেব বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নির্মল হালদার, সদস্য সচিব সুজন বিপ্লব, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সদস্য সচিব নিত্য হালদারসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা বলেন, সরকারের বিভিন্ন খাতের ভর্তুকির চেয়েও একবারে তলানী পরিমাণ টাকার অংকে ইজারা থেকে রাজস্ব আদায়ের সাথে ১ কোটি জেলে জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান হারিয়ে না খেয়ে মরছে। জলমহাল থেকে উচ্ছেদের শিকার ভূমিপুত্র বাঁওড় মৎস্যজীবীরাও সারাদেশে লক্ষ লক্ষ পরিবর্তন-পরিজন পথে বসেছে। ঝিনাইদহ-যশোরের বৃহত্তম বলুহর, জয়দিয়া, কাঠগড়া, মর্জাত, ফতেপুর, বেড়গোবিন্দপুর বাঁওড়ে ইজারাপ্রথার কুফলে ভূমিহীন, গরিব ও বেকার ৩০ হাজার জেলে জনজীবনের বাঁচার আকুতি রাষ্ট্রকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। আগামী একমাসের মধ্যে আমাদের সমস্যার সমাধান করা না হলে দেশের সব বাঁওড় পাড়ের জেলে নারীপুরুষ, শিশু ও প্রবীণেরা দলবেঁধে আগামীতে রাজধানী ঢাকায় সরকারের প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা বরাবর ধর্না দিতে বাধ্য হবো বলে বলেন বক্তারা।

পরে তারা বাঁওড়গুলার ইজারা পদ্ধতি পুরোপুরি বাতিল করে বাঁওড়ে জেলেদের ন্যায়সঙ্গত মালিকানার স্বীকৃতি দেওয়াসহ ৪ দফা দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৩ টি মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করেন।